ভোরের কাগজ
225
MAR. 13 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

এই দিন

# আজ সন্ত্রাসবিরোধী রাজু দিবস

মঈন হোসেন রাজু। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক জীবন্ত প্রতিবাদ। প্রচলিত ক্ষুদ্র দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর রাজনীতির বিপরীতে জ্বলন্ত উদাহরণ। রাজনীতির এক সময়ের ভালোটুকু এবং এখনকার খারাপটুকুই যাদের আড্ডার বিষয়বস্তু তাদের পুনরায় রাজনীতি সম্পর্কে ভাবতে শেখায় রাজু। এখনো যারা মানুষের স্বার্থকে প্রধান ধরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অগ্রসর করছেন, রাজু তাদের কাছে অনুপ্রেরণা।

## কি ঘটেছিল সেদিন?

১৯৯২-এর ১৩ মার্চ, শুক্রবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও সন্ত্রাসীদের আনাগোনা আর তাদের হাতের অস্ত্রগুলো বন্ধ থাকেনি। তৎকালীন প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধ যেন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ঘটনা। পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা, ছাত্র-শিক্ষক, অন্য ছাত্র সংগঠন, মানুষের ঘৃণা, ক্ষোভ সবই ছিল কিন্তু সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসীদের দাপটই ছিল প্রধান। এর কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নসহ সক্রিয় বাম গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনসমূহকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল 'গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য'। ছাত্র ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বরাবর সক্রিয় ছিল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধী হতে। ১৯৯২-এর ১৩ মার্চ বিকালে টিএসসির সজীব আড্ডা আর প্রাণচাঞ্চল্য ভেদ করে যখন দুপক্ষের গুলির আওয়াজ সকলের কানে পৌঁছলো অন্যরা থমকে দাঁড়ালেও রাজু থমকে দাঁড়ায়নি। মঈন হোসেন রাজু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে 'সকলের জন্য সুন্দর সমাজ' গড়ার স্বপ্ন ছিল তার। তাইতো পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে সংগঠনের কাজে সক্রিয় রেখেছিল। রাজু দৌড়ে গেলো পুলিশের কাছে। সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের আহ্বান জানালো। নাহ্ কোনো ফল পাওয়া গেলো না হয়তো এটাই ছিল স্বাভাবিক। আর দেরি নয়, রাজু ফিরে এলো টিএসসি চত্বরে উপস্থিত বন্ধুদের মাঝে। ছাত্র ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের বন্ধুদের সংগঠিত করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করলো।

সন্ত্রাসীরা এ রকম মোক্ষম সুযোগ কি ছাড়ে? গুলি ছুড়লো মিছিলে। একেবারে সামনে থাকা রাজু লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এভাবেই প্রাণহীন হলো রাজু, কণ্ঠ হলো স্তব্ধ।

## রাজু কি সত্যিই স্তব্ধ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সংগঠন 'ল' রিভিউ'র এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে বা সন্ত্রাসে নিহত হয়েছে ৩২ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত কমিটি, মামলা একটি হত্যাকাণ্ডের পর সাধারণ ঘটনা। তবে এ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালে সংঘটিত 'সাত খুনের মামলা' ছাড়া কোনোটিরই আইনগত বিচার হয়নি। রাজু হত্যা মামলা তৎকালীন রমনা থানার পুলিশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'জেনারেল ডায়েরি' হিসেবে গ্রহণ করলেও কোনো অগ্রগতি ঘটান নি। আইনের অগ্রগতি না হলেও অগ্রগতি হয়েছে ছাত্রসমাজের মাঝে, দেশবাসীর মাঝে। রাজু হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক। রাজু প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত ঘাতকের বুলেট তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করলেও তার কথাকে স্তব্ধ করতে পারেনি বরং আজ লাখো কণ্ঠের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আওয়াজ উঠেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় নির্মিত রাজু স্মৃতি ভাস্কর্যটি

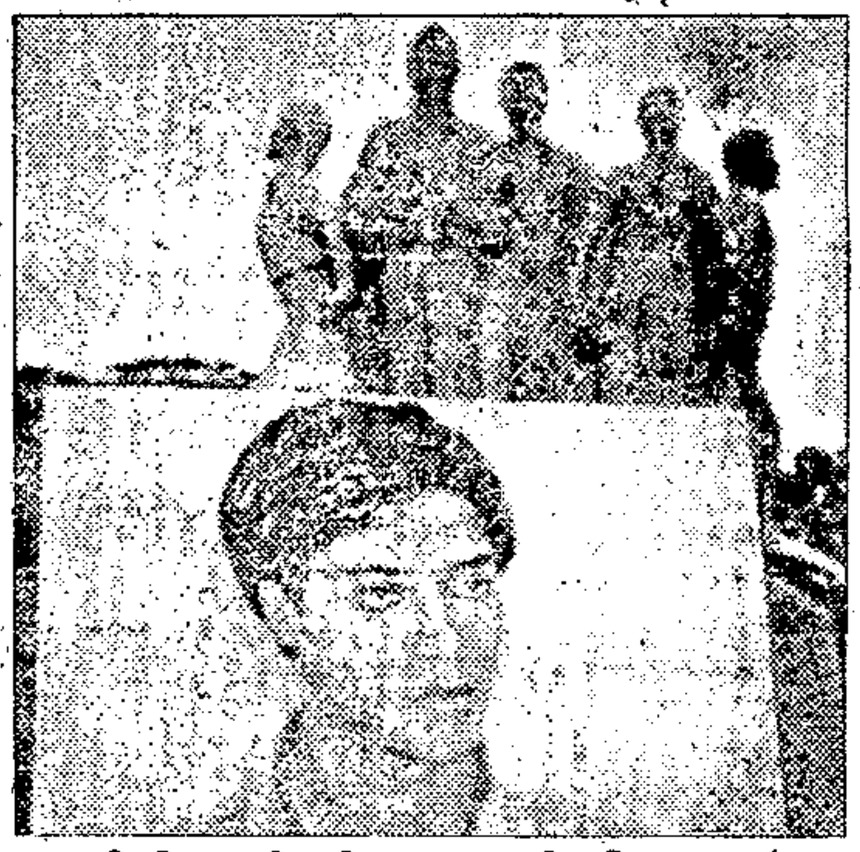



*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য। সামনে রাজুর প্রতিকৃতি*

হয়ে উঠেছে শুধু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, যেকোনো অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবসমাজের প্রতিরোধের প্রতীক। আজ ছাত্র-যুবসমাজ নিয়ে যতো কথাই বলা হোক না কেন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর স্বৈরাচার উৎখাত আন্দোলনে— এ শক্তি ছিল সামনের কাতারে। সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলনে নিজের জীবন দিয়ে মঈন হোসেন রাজু যে মশাল জ্বালিয়ে রেখে গেছে সে মশাল নেভানোর সাধ্য কারো নেই বরং এ মশাল বহন করেই সন্ত্রাসবিরোধী সংগ্রামকে জয়ী করতে হবে। এর প্রধান দায়িত্বও নিতে হবে ছাত্র-যুবদের। এ দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়েই আমরা রাজুকে জীবন্ত রাখবো। ১৩ মার্চের এটাই অঙ্গীকার।

□ রুহিন হোসেন প্রিন্স
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন